٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لاَ يَنْظُرُ اِلٰى اَجْسَامِكُمْ وَلاَ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না, বরং তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। (মুসলিম)

١٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন। (মুসলিম)

١٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً-رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি একদিনে সত্তরবারের অধিক তাওবা করি এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

٣٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلاَّ الْجَنَّةَ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৩২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, আমার মুমিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া আর কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি দুনিয়া থেকে তার প্রিয়জনকে নিয়ে যাই আর সে সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে। (বুখারী)

٢٤- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ- متفق عليه .

২৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ এমন দু'জন লোকের জন্য হাসবেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং উভয়ই জান্নাতে যাবে। একজন আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করে শহীদ হবে। তারপর আল্লাহ তার হত্যাকারীর তাওবা কবুল করবেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে (জিহাদে) শহীদ হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

٣٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَضَبَطُوْا يُصَبْ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا.

৩৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন। (বুখারী)

٤٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ- متفق عليه وَالصُّرَعَةُ بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَاَصْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ يَّصْرَعُ النَّاسَ كَثِيْرًا .

৪৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (মল্লযুদ্ধে) অন্যকে ধরাশায়ী করে সে শক্তিশালী নয়, বরং শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখে। (বুখারী, মুসলিম)

٤٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৪৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ রাগ করো না। সে ব্যক্তি বারবার একই কথা বলতে থাকল, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বারবার বলেন ঃ রাগ করো না। (বুখারী)

٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يَاْتِىَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ- متفق عليه وَالْغَيْرَةُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَاَصْلُهَا الْاَنْفَةُ .

৬৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা (বান্দার ব্যাপারে) আত্মমর্যাদা বোধ করেন। মানুষের জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন যখন সে তাতে লিপ্ত হয় তখনই আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠে।[১০] (বুখারী, মুসলিম)

٨٥- عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو وَقِيْلَ اَبِىْ عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلاً لاَ اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ- رواه مسلم .

৮৫। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বলে দিন যাতে আপনি ছাড়া অন্য কাউকে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে না হয়। তিনি বলেন ঃ বল, "আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি", তারপর এর উপর অবিচল থাক। (মুসলিম)

٨٧-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فَسَتَكُوْنُ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا- رواه مسلم.

৮৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা ক্ষণকাল বিলম্ব না করে সৎ কাজের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাও। কারণ শীঘ্রই অন্ধকার রাতের অংশের মত বিপদ-বিশৃংখলার বিস্তার ঘটবে। তখন মানুষ সকাল বেলা

١٠١- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حُفَّتْ بَدَلَ حُجِبَتْ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ اَىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هٰذَا الْحِجَابُ فَاِذَا فَعَلَهُ دَخَلَهَا .

১০১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহান্নামকে লোভনীয় জিনিস দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে এবং জান্নাতকে দুঃখ-কষ্টের আড়ালে রাখা হয়েছে।[১১] (বুখারী, মুসলিম)

١٢٣- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ- متفق عليه. النُّزُلُ اَلْقُوْتُ وَالرِّزْقُ وَمَا يُهَيَّا لِلضَّيْفِ .

১২৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় মসজিদে আসে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন। (বুখারী, মুসলিম)

١٢٤- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ- متفق عليه قَالَ الْجَوْهَرِىُّ اَلْفِرْسِنُ مِنَ الْبَعِيْرِ كَالْحَافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ قَالَ وَرُبَّمَا اسْتُعِيْرَ فِى الشَّاةِ .

১২৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে মুসলিম নারীগণ! কোন মাহলা যেন তার প্রাতবেশা মাহলাকে ছাগলের খুর হলেও তা দিতে অবজ্ঞা না করে (অর্থাৎ দানের পরিমাণ নগণ্য হলেও তা দিতে বা নিতে সংকোচবোধ করা উচিত নয়)। (বুখারী, মুসলিম)

١٢٥- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ- متفق عليه اَلْبِضْعُ مِنْ ثَلاَثَةٍ اِلٰى تِسْعَةٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَقَدْ تُفْتَحُ وَالشُّعْبَةُ اَلْقِطْعَةُ .

১২৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈমানের সত্তরের কিছু বেশি অথবা ষাটের কিছু বেশি শাখা আছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আর সাধারণ শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী, মুসলিম)

١٢٧- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِىْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلٰى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ وَاللّٰهِ لأُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ يُؤْذِيْهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ . وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ .

১২৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি (স্বপ্নে বা মি'রাজে গিয়ে) এক ব্যক্তিকে পথের উপর থেকে একটি গাছ কেটে ফেলার কারণে জান্নাতে চলাফেরা করতে দেখেছি। গাছটি (যাতায়াতের পথে) মুসলিমদেরকে কষ্ট দিত। ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি একটি গাছের ডালের পাশ দিয়ে গেল। ডালটি ছিল পথের মাঝখানে। সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি একে মুসলিমদের পথের উপর থেকে দূর করে দেব যাতে এটা তাদের কষ্ট দিতে না পারে। এজন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ একটি লোক রাস্তার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি কাঁটা গাছের ডাল পথের উপর থেকে সরিয়ে দিল। ফলে আল্লাহ তার উপর রহম করলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন।

١٢٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا- رواه مسلم .

১২৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খুব ভালোভাবে উযু করে তারপর মসজিদে এসে চুপ থেকে খুতবা শুনে, তার এক জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং তারপরের তিন দিনের গুনাহও মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুতবার সময়) পাথরের টুকরা নাড়াচাড়া করে সে অন্যায় কাজ করে। (মুসলিম)

١٣٠- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ- رواه مسلم .

১৩০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমু'আ থেকে আর এক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান পযন্ত মধ্যবর্তী দিনগুলোর ছোট ছোট গুনাহের কাফ্ফারা হয়, যদি কবীরা গুনাহসমূহ পরিহার করা হয়। (মুসলিম)

١٥٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ- متفق عليه .

১৫৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যেসব বিষয় তোমাদের নিকট বর্ণনা ত্যাগ করেছি, সেসব ব্যাপারে আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ কোনো প্রশ্ন করো না)। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের অত্যধিক প্রশ্ন ও নবীদের ব্যাপারে মতভেদের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই আমি যখন কোন কিছু নিষেধ করি তখন তোমরা সেটা থেকে বিরত থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম করি, তখন সেটা যথাসাধ্য পালন কর। (বুখারী, মুসলিম)

١٥٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ اَبَى قِيْلَ وَمَنْ يَّاْبَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبَى- رواه البخارى .

১৫৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার সব উম্মাত জান্নাতে যাবে, সে ব্যতীত যে (জান্নাতে যেতে) অসম্মত। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে অসম্মত? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল সে জান্নাতে যেতে অসম্মত। (বুখারী)

١٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَن دَعَا اِلٰى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا- رواه مسلم .

১৭৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় রয়েছে। এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে, তার উক্ত পথের অনুসারীদের গুনাহর সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

٢٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ- رواه مسلم.

২০৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (মহান আল্লাহ) কিয়ামাতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের পাওনা আদায় করাবেন, এমনকি শিংযুক্ত বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর প্রতিশোধ নেয়া হবে।

١٩٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ .

১৯৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি ঃ সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; ওয়াদা-চুক্তি করে তার বিপরীত কাজ করে এবং তার কাছে কোন কিছু আমানাত রাখলে খিয়ানত করে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায় আরো আছে ঃ সে যদি রোযা-নামায করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে ধারণা করে (তবুও সে মুনাফিক)।

٢٢٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِذَا الْحَاجَةَ .

২২৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ লোক থাকতে পারে। যখন তোমাদের কেউ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত নামায দীর্ঘায়িত করতে পারে।

٢٣٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ- متفق عليه

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتٌّ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ .

২৩৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের পাঁচটি হক (অধিকার) রয়েছে। সালামের জবাব দেয়া, রুগ্নকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেয়া (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ মুসলিমদের পরস্পরের উপর ছ'টি অধিকার রয়েছে। তুমি তার সাথে সাক্ষাতকালে তাকে সালাম দেবে; সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করবে; তোমার কাছে উপদেশ (অথবা পরামর্শ) চাইলে উপদেশ দেবে; হাঁচি দিয়ে সে আলহামদু লিল্লাহ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য) বললে তুমি তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বলবে; সে রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাবে এবং সে মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হবে।

٢٤٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- رواه مسلم .

২৪০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে বান্দাই অন্য বান্দার দোষ-ত্রুটি এ পার্থিব জগতে গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٥٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهُ لَيَاْتِى الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ- متفق عليه.

২৫৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এক মোটা-তাজা ও দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তার মর্যাদা ও মূল্য একটি মাছির ডানার সমানও হবে না।

٢٥٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ بِالْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ- رواه مسلم .

২৫৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এরূপ অনেক লোক আছে যাদের (মাথার চুল) উস্‌কো খুস্‌কো এবং (পা দু'টি) ধুলি ধুসরিত, তাদেরকে (মানুষের) দরজাসমূহ থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। যদি তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তবে আল্লাহ তাদের তা পূরণের তাওফীক দেন।

٢٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَاَشَارَ الرَّاوِىُ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى- رواه مسلم .قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيَتِيْمُ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهِ مَعْنَاهُ قَرِيْبُهُ اَوِ الْاَجْنَبِىُّ مِنْهُ فَالْقَرِيْبُ مِثْلُ اَنْ تَكْفُلَهُ اُمُّهُ اَوْ جَدُّهُ اَوْ اَخُوْهُ اَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ قَرَابَتِهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

২৬৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াতীমের লালন-পালনকারী তার নিকটাত্মীয় কিংবা অন্য কেউ হোক, আমি ও তারা জান্নাতে এভাবে পাশাপাশি থাকব। আনাস ইবনে মালিক (রা) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় তার নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করে

٢٦٤- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلاَ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ اِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَتَعَفَّفُ- متفق عليه

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ .

২৬৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন ব্যক্তি মিসকীন নয় যাকে একটি অথবা দু'টি খেজুর দেয়া হয়, এক লোকমা (গ্রাস) বা দুই লোকমা খাদ্য দেয়া হয় (অর্থাৎ যে খুবই সামান্য পাওয়ার জন্য মানুষের নিকট হাত পাতে)। বস্তুত যে-ব্যক্তি দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও অন্যের কাছে হাত পাতে না সেই হচ্ছে মিসকীন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উল্লেখিত সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের অপর বর্ণনায় আছে ঃ এমন ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে এক-দুই মুঠো খাবারের জন্য বা দুই-একটি খেজুরের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং তা দেয়া হলে সে প্রত্যাবর্তন করে। প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি, যার প্রয়োজন পূরণ করার মত যথেষ্ট সংগতি নেই; অথচ (তার নীরবতার কারণে) তাকে চেনাও যায় না যাতে লোকে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং লোকদের নিকট গিয়েও সে হাত পাতে না।

٢٦٥- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسَبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ الَّذِيْ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِيْ لاَ يُفْطِرُ- متفق عليه .

২৬৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিধবা, বৃদ্ধ ও মিসকীনদের (সাহায্যের) জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর মত। (রাবী বলেন), আমার ধারণা, তিনি (নবী) এ কথাও বলেছেন ঃ সে অবিরাম নামায পাঠকারী ও অনবরত রোযা রাখা ব্যক্তির মত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٦٦- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعٰى اِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ- رواه مسلم

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِى ا لصَّحِيْحَيْنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى اِلَيْهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ .

২৬৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন ওয়ালীমা (বিবাহভোজ) নিকৃষ্ট, যে ওয়ালীমায় আগতদেরকে (গরীব) বাধা দেয়া হয় এবং যারা আসতে রাজী নয় (ধনী) তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ সবচে' নিকৃষ্ট ওয়ালীমা হচ্ছে সেটি যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদের পরিত্যাগ করা হয়।

٢٧٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرَ اَوْ قَالَ غَيْرَهُ- رواه مسلم. وَقَوْلُهُ يَفْرَكْ هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَاِسْكَانِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مَعْنَاهُ يُبْغِضُ يُقَالُ فَرَكَتِ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا وَفَرَكَهَا زَوجُهَا بِكَسْرِ الرَّاءِ يَفْرَكُهَا بِفَتْحِهَا اَىْ اَبْغَضَهَا- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

২৭৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ না করে। কেননা তার কোন একটি দিক তার কাছে খারাপ লাগলেও অন্য একটি দিক তার পছন্দ হবে (অর্থাৎ দোষ থাকলে গুণও আছে) অথবা তিনি (নবী) অনুরূপ কথা বলেছেন।[৩৮]

٢٧٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম, ঈমানের দিক দিয়ে সে-ই পরিপূর্ণ মুমিন। তোমাদের মধ্যে সেইসব লোক উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের জন্য ভালো।

٢٨١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا اِذَا بَاتَتِ الْمَرْاَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ . وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ امْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهَا فَتَأْبٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا .

২৮১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে কিন্তু সে আসে না, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, ফেরেশতাগণ তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ কোন স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত কাটায়, তখন ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে, এ অবস্থায় তার প্রতি তার স্বামী খুশি না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে আছেন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

٢٨٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِىْ بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ- متفق عليه وَهٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ .

২৮২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে (নফল) রোযা রাখা হালাল নয়। তার অনুমতি ছাড়া অন্য লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দেয়াও তার জন্য হালাল নয়।

٢٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

২৮৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কাউকে সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে।

٢٨٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِىْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ.

رواه مسلم.

২৮৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি একটি দীনার আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দীনার দাস মুক্তির জন্য ব্যয় করেছ, একটি দীনার মিসকীনকে দান করেছ এবং একটি দীনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছ। এ দীনারগুলোর মধ্যে যেটি তুমি নিজ পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করেছ, প্রতিদান লাভের দিক দিয়ে সেটিই সর্বোত্তম ।

٢٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا- متفق عليه .

২৯৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বান্দা প্রতিদিন ভোরে উপনীত হতেই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! খরচকারীকে তার বিনিময় দান কর এবং অপরজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! কৃপণের ধন বিনষ্ট কর।

٢٩٦- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ- رواه البخارى .

২৯৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম।[৪০] তোমার পোষ্যদের থেকে দান শুরু কর। আর্থিক প্রাচুর্য বজায় রেখে কৃত দানই উত্তম।[৪১] যে ব্যক্তি পবিত্র ও সংযমী হতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র ও সংযমী হওয়ার তাওফীক দেন। যে ব্যক্তি স্বনির্ভর হতে চায় আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করেন।

٢٩٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخَذَ الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ اِرْمِ بِهَا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟ متفق عليه
وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ- وَقَوْلُهُ كِخْ كِخْ يُقَالُ بِاِسْكَانِ الْخَاءِ وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا مَعَ التَّنْوِيْنِ وَهِىَ كَلِمَةُ زَجْرٍ لِلصَّبِىِّ عَنِ الْمُسْتَقْذَرَاتِ وَكَانَ الْحَسَنُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَبِيًّا .

২৯৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবনে আলী (রা) সাদাকার (যাকাতের) খেজুর থেকে একটি খেজুর তুলে নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরস্কারের সুরে বলেন ঃ কাখ! কাখ! এটা ফেলে দাও। তুমি কি জান না যে, আমরা সাদাকা খাই না?

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমাদের জন্য সাদাকার জিনিস হালাল নয়।[৪২]

٣٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ الَّذِىْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ- اَلْبَوَائِقُ الْغَوَائِلُ وَالشُّرُوْرُ .

৩০৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! সে মুমিন নয়; আল্লাহ্‌র শপথ! সে মুমিন নয়; আল্লাহ্‌র শপথ! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সেই ব্যক্তি ? তিনি বলেন ঃ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٣٠٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ- متفق عليه .

৩০৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে, এমনকি (সে তাকে) বকরীর পায়ের একটি ক্ষুর উপঢৌকন পাঠালেও।

٣٠٧- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ اَنْ يَّغْرِزَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا لِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ لَاَرْمِيَنَّ بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ- متفق عليه . رُوِىَ خَشَبَهُ بِالْاِضَافَةِ وَالْجَمْعِ وَرُوِىَ خَشَبَةٌ بِالتَّنْوِيْنِ عَلَى الْاِفْرَادِ وَقَوْلُهُ مَا لِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ يَعْنِىْ عَنْ هٰذِهِ السُّنَّةِ .

৩০৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক প্রতিবেশী যেন নিজের দেয়ালের সাথে অপর প্রতিবেশীকে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে। অতঃপর আবু হুরাইরা (রা) বলতেন, আমি তোমাদেরকে এ হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখছি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদের সামনে এ হাদীস অবশ্যই প্রকাশ করব।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ- متفق عليه .

৩০৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের আদর-আপ্যায়ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

٣١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا اِلاَّ اَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ- رواه مسلم .

৩১৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন সন্তানই তার পিতার প্রতিদান আদায় করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সে যদি তাকে (পিতাকে) দাস অবস্থায় পেয়ে ক্রয় করে আযাদ করে দেয় (তবে কিছুটা প্রতিদান আদায় হবে)।

٣١٤- وَعَنْهُ اَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ- متفق عليه.

৩১৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে।

٣١٧- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ- رواه مسلم.

৩১৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতার উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) জান্নাতে যেতে পারল না।

٣٦٢- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا اَوْ زَارَ اَخًا لَهُ فِى اللّٰهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِاَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَفِىْ بَعْضِ النُّسَخِ غَرِيْبٌ .

৩৬২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রুগ্নকে দেখতে যায় অথবা নিজের ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যায়, একজন ঘোষক তাকে ডেকে বলে, তুমি আনন্দিত হও, তোমার পথচলা কল্যাণময় হোক এবং জান্নাতে তোমার উচ্চ মর্যাদা হোক।

٣٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَعْنٰى ذٰلِكَ اَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُوْنَ فِى الْعَادَةِ مِنَ الْمَرْاَةِ هٰذِهِ الْخِصَالِ الْاَرْبَعِ فَاحْرِصْ اَنْتَ عَلٰى ذَاتِ الدِّيْنِ وَاظْفَرْ بِهَا وَاحْرِصْ عَلٰى صُحْبَتِهَا .

৩৬৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ চারটি বিষয় বিবেচনায় রেখে কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয় ঃ তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। তুমি দীনদার স্ত্রী লাভে বিজয়ী হও; তোমার হাত কল্যাণে পরিপূর্ণ হবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের তাৎপর্য এই যে, পুরুষরা স্বভাবতই পাত্রী নির্বাচনে উক্ত চারটি বিষয় বিবেচনায় রাখে। অতএব তোমার দীনদার স্ত্রী লাভে আগ্রহী হওয়া উচিৎ, তাকে লাভ করার জন্য প্রবল চেষ্টা করবে এবং তাকে জীবন সংগিনী করবে।

٣٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩৬৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার বন্ধুর দীনের অনুসারী হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত সে কি ধরনের বন্ধু নির্বাচন করছে।[৫১]

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এটা হাসান হাদীস।

٢٧٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৩৭৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর তোমরা পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলে দেব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।

٣٧٩- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ سَبَقَ بِالْبَابِ قَبْلَهُ .

৩৭৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তার এক (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য অন্য গ্রামে রওয়ানা হয়। পথে আল্লাহ তার জন্য অপেক্ষা করার উদ্দেশে একজন ফেরেশতা বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি এই কথা পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন ঃ (ফেরেশতা তাকে বলেন) "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে এরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাস।"

٣٧٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِيْ؟ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلِّيْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৭৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন বলবেন ঃ কোথায় তারা যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছিল, আজ আমি তাদেরকে আমার সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেব, আজ আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই। ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

হযরত আবু হুরায়য়া (রা) --- মেশকাত (১)

٢٠ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يُؤْذِيْنِيْ ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - متفق عليه

২০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, তারা কালকে গালি দেয়, অথচ কাল কিছুই না। সব কাজই আমি করি। সব কাজই আমার নিয়ন্ত্রণে। রাত-দিনের আবর্তন আমার হুকুমেই সংঘটিত হয় (বুখারী ও মুসলিম)।

٣٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ - رواه الترمذى والنسائى وزاد البيهقى فى شعب الايمان برواية فضالة وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ .

৩০। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কামিল ও সত্যবাদী) মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ হতে (অন্য) মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর (পাক্কা ও সত্যবাদী) মুমিন ওই ব্যক্তি যার থেকে মানুষ নিজের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ

٦٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ مَّسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا . متفق عليه

৬৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনি আদমের এমন কোন সন্তান নেই যার জন্মের সাথে সাথে শয়তান তাকে স্পর্শ করে না। আর এজন্যই বাচ্চা চিৎকার দিয়ে উঠে। কেবল বিবি মরিয়ম ও তার পুত্র (ঈসা আ) ব্যতীত (তাদের শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি) (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَاِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَّسَارِهٖ ثَلٰثًا وَّلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - رواه ابو داود وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ فِىْ بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৬৯। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষেরা তো (প্রথম সৃষ্টি জগত ইত্যাদি সম্পর্কে) প্রশ্ন করতে থাকবে। সর্বশেষ জিজ্ঞেস করবে, সমস্ত

মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করলে তোমারা বলবে ঃ আল্লাহ এক, তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি না কাউকে জন্ম দিয়েছেন আর না কেউ তার জন্ম দিয়েছে। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তারপর নিজের বাম দিকে থু থু মারো। শয়তান মরদুদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও (আবু দাউদ)। মিশকাতের লেখক বলেন, ওমর ইবন আহওয়াসের বর্ণনা যা মাসাবীহর লেখক এখানে নকল করেছেন, আমি একে খুতবাতে ইয়াওমুন-নাহার অধ্যায়ে বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।

٩٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتّٰى اَحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَّ تَنَازَعُوْا فِيْهِ - رواه الترمذى ورواه ابن ماجة نَحْوَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ ·

৯২। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করছিলাম। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হন। তাঁর চেহারা লাল হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিলো তাঁর চেহারা মোবারকে আনারের রস নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি (এ ব্যাপারে ঝগড়া-ফাসাদ করার জন্য) হুকুম দেয়া হয়েছে, আর এ জন্য কি তোমাদের নিকট আমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে? জেনে রাখো! তোমাদের আগে অনেক লোক এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি, আবারও আমি কসম দিয়ে বলছি, সাবধান!

١٥٣ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَاْرِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَاْرِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا - متفق عليه وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فِىْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَحَدِيْثَىْ مُعَاوِيَةَ وَجَابِرٍ لاَ يَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ وَلاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ فِىْ بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ·

১৫৩। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মদীনার দিকে ইসলাম এভাবে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ পরিশেষে তার গর্তে ফিরে আসে (বুখারী ও মুসলিম)। হযরত আবু হোরাইরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর হাদীস কিতাবুল মানাসিকে, হযরত মুয়াবিয়া এবং জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর হাদীস দুইটি "লা ইয়াযালু মিন উম্মাতি" এবং "লা ইয়াযালু তায়েফাতুম মিন উম্মাতি" "সাওয়াবু হাজিহিল উম্মাতে" অধ্যায়ে বর্ণনা করবো ইনশাল্লাহ।

ব্যাখ্যা ঃ এ অবস্থার উদ্ভব শেষ যমানায় দাজ্জাল বের হবার সময় সংঘটিত হবে। মদীনা মুনাওয়ারা ছাড়া তখন অন্য কোথাও দীনের জ্ঞান ও মুসলমানী থাকবে না প্রায়। এই দুইটি হাদীসেই বুঝানো হচ্ছে যে, শেষ যমানায় কুরআন ও সুন্নাহ আকড়িয়ে থাকার লোক সংখ্যায় খুব নগণ্য হবে।

١٦٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ - رواه البيهقى

১৬৭। হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিপর্যয়ের সময় আমার সুন্নাতকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরবে তার জন্য রয়েছে এক শত শহীদের সওয়াব (বায়হাকী এই হাদীসকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে কিতাবুল জিহাদে বর্ণনা করেছেন, আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে নয়)।

١٧٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ فِىْ زَمَانٍ مَّنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا اُمِرَ بِهٖ هَلَكَ ثُمَّ يَاْتِىْ زَمَانٌ مَّنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا اُمِرَ بِهٖ نَجَا - رواه الترمذى

১৭০। হযরত আবু হোরাইরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা এমন যুগে আছো, যে যুগে তোমাদের কেউ তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশও ছেড়ে দিলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এমন এক যুগ আসবে, যখন কেউ তার প্রতি নির্দেশিত ব্যাপারের এক-দশমাংশ আমল করেও মুক্তি পাবে (তিরমিযী)।

٨٣٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ قَالَ اَبُوْ سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِىُّ حَدِيْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَثْبَتُ مِنْ هٰذَا وَقِيْلَ هٰذَا مَنْسُوْخٌ .

৮৩৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ সিজদা করার সময় যেন উটের বসার মতো না বসে, বরং দুই হাত যেন হাঁটুর আগে মাটিতে রাখে (আবু

٨٣٥ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَاَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِىْ يَقُوْلُ يَا وَيْلَتٰى اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ - رواه مسلم .

৮৩৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তানরা যখন সিজদার আয়াত পড়ে ও সিজদা করে, শয়তান তখন কাঁদতে কাঁদতে একদিকে চলে যায় ও বলে, হায় আমার কপাল মন্দ। আদম সন্তান সিজদার আদেশ পেয়েই সিজদায় লুটে পড়লো। ফলে সে জান্নাত পাবে। আর আমি সিজদার আদেশ পেয়ে তা অমান্য করলাম। আমার জন্য তাই জাহান্নাম (মুসলিম)।

٨٥٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُوْ بِاِصْبَعَيْهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِّدْ اَحِّدْ - رواه الترمذى والنسائى والبيهقى فى الدعوات الكبير -

৮৫২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নামাযে তাশাহুহুদ পড়ার সময় শাহাদাতের দুই আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে লাগলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশার করো, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশারা করো (তিরমিযী, নাসাই, বায়হাকীর দাওয়াতুল কবীর)।

٨٦٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا - رواه مسلم -

৮৬০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।

٨٦٤ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَىَّ رُوْحِىْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ - رواه ابو داؤد والبيهقى فى الدعوات الكبير

৮৬৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করলে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার কাছে আমার রূহ ফেরত দেন যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি (আবু দাউদ, বায়হাকীর দাওয়াতে কবীর)।

٨٧١ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ " - رواه ابو داؤد

৮৭১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্ণ মাপে বেশী বেশী সওয়াব লাভে আনন্দিত হতে চায় সে যেন আমার উপর দুরূদ পাঠ করে, আহলে বায়তের উপরও যেন দুরূদ পাঠ করে। বলে, "আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদীনিন্নাবীয়্যিল উম্মিয়্যে, ওয়া আযওয়াজিহি, ওয়া উম্মাহাতিল মোমেনীনা, ওয়া যুররিয়্যাতিহি ওয়া আহলে বাইতিহি, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! উম্মি নবী মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ, মুমিনদের মা, তাঁর বংশধর ও পরিবার-পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ করো। যেভাবে তুমি রহমত অবতীর্ণ করেছো ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর" (আবু দাউদ)।

٨٧٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِّنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ - رواه مسلم

৮৭৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযের শেষে শেষ তাশাহ্হুদ পড়ে অবসর হয়ে যেনো আল্লাহর কাছে চারটি জিনিস হতে পানাহ চায়। (১) জাহান্নামের আযাব। (২) কবরের আযাব। (৩) জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা (৪) মসিহুদ দাজ্জালের অনিষ্ট (মুসলিম)।

٩١٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَصْرِ فِى الصَّلٰوةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯১৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কোমর বা কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

١٠٠٧-وَعَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنْتُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَنُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ فَلَا يَخْرُجْ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُصَلِّىَ رَوَاهُ اَحْمَدُ .

১০০৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তোমরা যখন মসজিদে থাকবে আর এ সময় আযান দিলে তোমরা নামায না পড়ে মসজিদ ত্যাগ করবে না (আহমাদ)।

٩٣٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ مَعْنَاهُ .

৯৩৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযরত অবস্থায়ও দুই 'কালোকে' অর্থাৎ সাপ ও বিচ্ছুকে মেরে ফেলবে (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ অর্থের দিক দিয়ে)।

٩٤٤-عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ وَاَوْمَاَ اِلَيْهِمْ اَنْ كَمَا كُنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيْتُ اَنْ اَغْتَسِلَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً .

৯৪৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য মসজিদে এলেন। তাকবীর বলার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনের দিকে ফিরে (সাহাবাদেরকে) ইশারা করে বললেন, তোমরা যেভাবে আছো সেভাবে থাকো। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। তিনি গোসল করলেন। এরপর ফিরে আসলেন। তখন তার চুল থেকে পানির ফোটা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি সাহাবাদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অপবিত্র ছিলাম। গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম (আহমাদ)।

١٠٢٤-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম হলো পেছনের কাতার। আর নারীদের জন্য সর্বোত্তম হলো পেছনের কাতার এবং নিকৃষ্টতম হলো প্রথম কাতার (মুসলিম)।

١٠٣٥-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَسَّطُوا الْاِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

১০৩৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমামকে মাঝখানে রাখো, সারির মধ্যে খালি জায়গা বন্ধ করে দিও (আবু দাউদ)।

١١٢٦-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১২৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠে, সে যেনো দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত নামায দ্বারা (তার নামায) শুরু করে (মুসলিম)।

١٢٤٦-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ صَلَاةَ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلَامِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ مَاعَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِىْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرُ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ اِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৪৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে ফজরের নামাযের সময়ে বললেন ঃ হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণ করার পর তুমি এমন কি আমল করেছো যার থেকে বেশী সওয়াব হাসিলের আশা করতে পারো। কেনোনা আমি আমার সামনে জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। (একথা শুনে) হযরত বিলাল বললেন, আমি তো বেশী আশা করার মতো কোন আমল করিনি। তবে রাতে বা দিনে যখনই আমি ওজু করেছি, আমার সাধ্যমত সেই ওজু দিয়ে আমি (তাহ্য়াতুল ওজুর) নামায পড়েছি (বুখারী-মুসলিম)।

١٢٧٧-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৭৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে সব দিনে সূর্য উদয় হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হলো জুমআর দিন। এই দিনে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে (দুনিয়ায় পাঠিয়ে) দেয়া হয়েছে। আর কিয়ামাত এই জুমুআর দিনেই কায়েম হবে (মুসলিম)।

١٢٨٥-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَىِّ شَىْءٍ سُمِّىَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ لِاَنَّ فِيْهَا طُبِعَتْ طِيْنَةُ اَبِيْكَ اٰدَمَ وَفِيْهَا الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ فِيْهَا الْبَطْشَةُ وَفِىْ اٰخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللّٰهَ فِيْهَا اُسْتُجِيْبَ لَهُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ .

১২৮৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ "জুমআর দিন" নাম কি কারণে রাখা হলো? তিনি বললেন, যেহেতু এই দিন (১) তোমাদের পিতা আদমের মাটি একত্র করে খামির করা হয়েছে। (২) এই দিন প্রথম সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। (৩) এই দিন দ্বিতীয় বার সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। (৪) এই দিনই কঠিন পাকড়াও হবে। তাছাড়া (৫) এই দিনের শেষ তিন প্রহরে এমন একটি সময় আছে যখন কেউ আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করলে তা কবুল করা হয় (আহমাদ)।

١٢٩٤-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ اٰوَاهُ اللَّيْلُ اِلٰى اَهْلِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ .

১২৯৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর নামায তার উপরই ফরজ যে তার ঘরে রাত কাটায় (তিরমিযী, তার মতে হাদীসের সনদ দুর্বল)।

١٣٠٠-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلّٰى مَا قُدِرَ لَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর নামায পড়তে এসেছে ও যতটুকু পেরেছে নামায পড়েছে, ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ রয়েছে। এরপর ইমামের সাথে নামায (ফরয) পড়েছে। তাহলে তার এই জুমআ থেকে বিগত জুমআর মাঝখানে, বরং এর চেয়েও তিন দিন আগের গুনাহও মাফ করে দেয়া হবে (মুসলিম)।

١٣٠١-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ওজু করেবে এবং উত্তম ওজু করবে,

তারপর জুমুআর নামাযে যাবে। চুপ চাপ খুতবা শুনবে। তাহলে তার এই জুমুআ হতে ওই জুমুআ পর্যন্ত সব গুনাহ মাফ করা হবে, অধিকন্তু আরো তিন দিনের। যে ব্যক্তি খুতবার সময় ধুলা বালি নাড়লো সে অর্থহীন কাজ করলো (মুসলিম)।

١٣٠٢-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِىْ بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِىْ يُهْدِىْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩০২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমআর দিন ফিরিশতারা মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে যান। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে আসে তার নাম লিখেন। এরপর তার পরের ব্যক্তির নাম লিখেন। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে যান তার দৃষ্টান্ত হলো, যে মক্কায় কুরবানী দেবার জন্য একটি উট পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর নামাযে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে, একটি গরু পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্য মক্কায় একটি দুম্বা পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমুআর নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে কুরবানী করার জন্য মক্কায় একটি মুরগী পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে একটি ডিম পাঠায়। আর ইমাম খুতবা দিবার জন্য বের হলে তারা তাদের দপ্তর গুটিয়ে খুতবা শোনেন। (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٠٣-وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩০৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম খুতবা পড়ার সময় যদি তুমি তোমার কাছে বসা লোকটিকে বলো যে, 'চুপ থাকো' তাহলে তোমার একথাটিও অর্থহীন (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٣٥-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ الْجُمْعَةَ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ اِلَيْهَا اُخْرٰى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا اَوْ قَالَ الظُّهْرَ -رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىْ .

১৩৩৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) জুমুআর (নামাযের) এক রাকআত পেয়েছে, সে যেনো এর সাথে দ্বিতীয় রাকআত যোগ করে। আর যার দুই রাকআতই ছুটে গেছে, সে যেনো চার রাকাআত পড়ে অথবা বলেছেন, সে যেনো জুহরের নামায পড়ে নেয় (দারু কুতনী)।

١٣٨٤-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نِعْمَةَ الْاُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

১৩৮৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। ছয়মাস বয়স অতিবাহিত ভেড়া বেশ উত্তম কুরবানী (তিরমিযী)।

١٣٨٧-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يُتَعَبَّدَلَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِذِى الْحَجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامَ كُلِ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ - وَرَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنَ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ اَسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ .

১৩৮৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অপেক্ষা আর কোন উত্তম দিন নেই। যে দিন আল্লাহ্র ইবাদাত করার জন্য প্রিয়তর হতে পারে। এ দশদিনের প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান। এর প্রত্যেক রাতের নামায কদরের রাতের সমান (তিরমিযী, ইবনে মাজা। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদিসটির সনদ দুর্বল।

١٣٩٢-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ قَالَ وَالْفَرَعُ اَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوْيَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ وَالْعَتِيْرَةُ فِىْ رَجَبٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন। এখন আর 'ফারাও' নেই এবং আতীরাও নেই। বর্ণনাকারী বলেন 'ফারা' হলো উট বা ছাগল বা ভেড়ার প্রথম বাচ্চা। এ বাচ্চা তারা তাদের দেবদেবীর জন্য উৎসর্গ করতো। আর 'আতীরা' হলো রজব মাসে যা করা হতো (বুখারী-মুসলিম)।

١٤٥٠ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ ـ

رواه البخارى

১৪৫০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদগ্রস্ত করেন।–বুখারী

١٤٥١ـ وَعَنْهُ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَايُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّلاَ وَصَبٍ وَّلاَ هَمٍّ وَّلاَ حُزْنٍ وَّلاَ اَذًى وَّلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ـ متفق عليه

১৪৫১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাঃ বলেছেন, মুসলমানের এমন কোনো বিপদ, কোনো রোগ, কোনো ভাবনা, কোনো চিন্তা, কোনো দুঃখ কষ্ট, এমনকি তার গায়ে একটি কাঁটাও ফুটে না, যার দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহগুলো মাফ না করেন।–বুখারী, মুসলিম

١٤٦٠ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ متفق عليه

১৪৬০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহীদরা পাঁচ প্রকার–(১) মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, (২) পেটের অসুখে আক্রান্ত মৃত ব্যক্তি, (৩) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, (৪) দেয়াল চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ করে মৃত ব্যক্তি।–বুখারী, মুসলিম

١٤٥٦ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لاَتَزَالُ الرِّيْحُ تُمَيِّلُهٗ وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ الْبَلاَءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْاَرْزَةِ لاَتَهْتَزُّ حَتّٰى تُسْتَحْصَدَ ـ متفق عليه

১৪৫৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো ওই শস্য ক্ষেতের মতো। শষ্য ক্ষেতকে যেভাবে বাতাস সবসময় ঝুকিয়ে রাখে, ঠিক এভাবে মুমিনকে বিপদাপদ বালা-মুসিবত ঘিরে থাকে। আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হলো, পিপুল গাছের মতো। পিপুল গাছ বাতাসের দোলায় ঝুকে না পড়লেও পরিশেষে শিকড়সহ উপড়ে পড়ে যায়।

-বুখারী, মুসলিম

١٤٨٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادٰى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً - رواه ابن ماجة

১৪৮৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রোগীকে দেখার জন্য যায়, আসমান থেকে একজন ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে বলেন, ধন্য হও তুমি, ধন্য হোক তোমার এ পথ চলা। জান্নাতে তুমি একটি মনযিল তৈরি করে নিলে।–ইবনে মাজাহ

١٤٩٨- وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ مَرِيْضًا فَقَالَ اَبْشِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ هِىَ نَارِىْ اُسَلِّطُهَا عَلٰى عَبْدِى الْمُؤْمِنِ فِى الدُّنْيَا لِتَكُوْنَ حَظَّهٗ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - رواه احمد وابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان

১৪৯৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক অসুস্থ লোককে দেখতে গিয়ে বললেন, সুসংবাদ! আল্লাহ তাআলা বলেন, তা আমার আগুন। আমি দুনিয়াতে এ আগুনকে আমার মু'মিন বান্দাহর কাছে পাঠাই। যাতে এ আগুন কিয়ামতে তার জাহান্নামের আগুনের পরিপূরক হয়ে যায়।–আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী–শোআবুল ঈমান

١٥٠٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ مَرِيْضًا مَّاتَ شَهِيْدًا اَوْ وُقِىَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِىَ وَرِيْحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهٖ مِنَ الْجَنَّةِ - رواه ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان

১৫০৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রুগ্ন অবস্থায় মারা যায়, সে শহীদ হয়ে মারা গেল ; তাকে কবরের ফিতনা হতে রক্ষা করা হবে। এছাড়াও সকাল সন্ধ্যায় তাকে জান্নাত থেকে রিযিক দেয়া হবে।–ইবনে মাজাহ, বায়হাকী শোআবুল ঈমান

١٥١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَّاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ -

رواه البخارى.

১৫১১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে নেক্‌কার হয়, তাহলে হতে পারে সে আরো বেশী নেক কাজ করার সুযোগ পাবে। আর যদি বদকার হয়, তাহলে হতে পারে (সে তওবা করে) আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি হাসিল করার সুযোগ পাবে।–বুখারী

١٥١٩۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ ۔ رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة.

১৫১৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা দুনিয়ার ভোগ বিলাস বিনষ্টকারী জিনিস, মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করো।–তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

١٥٥٧۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. متفق عليه.

১৫৫৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জানাযা নামায তাড়াতাড়ি পড়বে। কারণ জানাযা যদি নেক মানুষের হয় তাহলে তার জন্য কল্যাণ। কাজেই তাকে কল্যাণের দিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও। যদি সে এরূপ না হয়, তাহলে সে খারাপ। তাই তাকে তাড়াতাড়ি নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে দাও।–বুখারী, মুসলিম

١٥٦٣۔ وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَعٰى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَّ الْيَوْمَ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ. متفق عليه.

১৫৬৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যুসংবাদ তাঁর মৃত্যুর দিনই মানুষদেরকে শুনিয়েছেন (অথচ তিনি মারা গিয়েছিলেন সুদূর হাবশায়)। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে ঈদগায় গেলেন। সেখানে সকলকে জানাযার নামাযের জন্য তিনি সারিবদ্ধ করালেন এবং চার তাকবীর বললেন।–বুখারী, মুসলিম

١٥٧٠۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ اَوْشَابًّ فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عَنْهَا اَوْعَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ قَالَ اَفَلَا كُنْتُمْ اٰذَنْتُمُوْنِىْ قَالَ فَكَاَنَّهُمْ صَغَّرُوْا اَمْرَهَا اَوْ اَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّوْنِىْ عَلٰى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوَّةٌ ظُلْمَةً عَلٰى اَهْلِهَا وَاِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِىْ عَلَيْهِمْ. متفق عليه ولفظه لمسلم.

১৫৭০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন কালো মহিলা অথবা একটি যুবক (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে পেলেন না। তিনি তখন সেই মহিলা অথবা যুবকটির খোঁজ নিলেন। লোকেরা বললো, সে ইন্তেকাল করেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেনো ? (তাহলে আমিও জানাযায় শরীক থাকতাম।) বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা এ মহিলা বা যুবকটির ইন্তেকালকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তাকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে আমাকে বলো। তারা তাঁকে তার কবর দেখিয়ে দিলেন। তখন তিনি তার (কাছে গেলেন ও) কবরে জানাযা নামায পড়লেন, তারপর বললেন, এ কবরগুলো কবরবাসীদের জন্য ঘন অন্ধকারে ভরা ছিলো। আর আমার নামায পড়ার কারণে আল্লাহ তাআলা কবরগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন।–বুখারী মুসলিম, এ হাদীসের ভাষা হলো মুসলিম শরীফের।

١٥٩٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَ اَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْلَهٗ - رواه ابوداؤد.

১৫৯৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে জানাযায় এ দোয়া পড়তেন, "আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বুহা, ওয়া আন্‌তা খালাক্‌তাহা, ওয়া আন্‌তা হাদাইতাহা ইলাল ইসলাম ওয়া আন্‌তা কাবাযত রূহাহা, ওয়া আন্‌তা আ'লামু বিসিররিহা ওয়া আলানিয়াতিহা, জি'না শুফাআ আ ফাগফির লাহু।-আবু দাউদ

١٦٠٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهٗ فَتَخْلُصَ اِلٰى جِلْدِهٖ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ - رواه مسلم.

১৬০৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো অঙ্গারের উপর বসা, আর এ অঙ্গারে (পরনের) কাপড়-চোপড় জালায় তার শরীর পর্যন্ত পৌছলেও তার কবরের উপর বসা হতে উত্তম।-মুসলিম

١٦٢٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ ثُمَّ اَتَى الْقَبْرَ فَحَثٰى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ ثَلَاثًا - رواه ابن ماجة.

১৬২৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি জানাযার নামায পড়ালেন। তারপর তিনি তার কবরের কাছে এলেন এবং তার কবরে মাথার কাছে তিন মুষ্টি মাটি রাখলেন।

-ইবনে মাজাহ

١٦٣٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ اِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ. متفق عليه.

১৬৩৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা গেলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তবে কসম পুরা করার জন্য (ক্ষণিকের তরে) প্রবেশ করানো হবে।-বুখারী, মুসলিম

١٦٣٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنِسْوَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ لَا يَمُوْتُ لِاِحْدٰكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ اِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ اَوِ اثْنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَوِ اثْنَانِ رواه مسلم. وَفِى رِوَايَةٍ لَّهُمَا ثَلَاثَةٌ لَّمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ.

১৬৩৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের কিছু সংখ্যক মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের যে কোনো মহিলারই তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করবে, আর এ মহিলা (এজন্য) ধৈর্যধারণ করে সওয়াবের প্রত্যাশা করবে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (একথা শুনে) তাদের একজন বললো, যদি দুই সন্তান মৃত্যুবরণ করে, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, হ্যাঁ। দুজন মৃত্যুবরণ করলেও। (মুসলিম) বুখারী মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, এমন তিন সন্তান মারা গেলে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি (তাদের জন্য এ শুভ সংবাদ)।

١٦٣٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَا لِعَبْدِىَ الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةَ - رواه البخارى

১৬৩৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যখন আমার কোনো মু'মিন বান্দাহর প্রিয় জিনিসকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেই আর এ বান্দাহ এজন্য সবর অবলম্বন করে সওয়াবের প্রত্যাশী হয়। তাহলে আমার কাছে তার জন্য জান্নাতের চেয়ে উত্তম কোনো পুরস্কার নেই।-বুখারী

١٦٥٥-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَاتَ مَيِّتٌ مِّنْ اٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِيْنَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ فَاِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبَ مُصَابٌ وَالْعَهْدَ قَرِيْبٌ -

رواه احمد والنسائى

১৬৫৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের কোনো এক সদস্য মারা গেলেন (হযরত যায়নাব)। তখন কিছু মহিলা একত্রিত হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে লাগলেন। এসব দেখে হযরত ওমর রাঃ দাঁড়িয়ে গেলেন, তিনি (নিকটাত্মীয়দের) কাঁদতে নিষেধ করলেন, আর (অপরিচিতদেরকে) ভাগিয়ে দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ এ অবস্থা দেখে বললেন, ওমর! এদের এদের অবস্থায় ছেড়ে দাও। কারণ এদের চোখগুলো কাঁদছে, হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত, আর মৃত্যুর সময়ও নিকটবর্তী।-আহমাদ, নাসাঈ

١٦٦٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ مَاتَ ابْنٌ لِىْ فَوَجَدْتُّ عَلَيْهِ هَلْ سَمِعْتُ مِنْ خَلِيْلِكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلاَمُهُ شَيْئًا يُطَيِّبُ بِاَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ ﷺ قَالَ صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى اَحَدُهُمْ اَبَاهُ فَيَاخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ فَلاَ يُفَارِقُهُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ـ

رواه مسلم واحمد واللفظ لَه.

১৬৬০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা গেছে, যার জন্য আমি শোকাহত। আপনি কি আপনার বন্ধু থেকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক) এমন কোন কথা শুনেছেন, (যা আমাদের মৃত শিশু সন্তানদের) তরফ থেকে আমাদের হৃদয়কে খুশী করে দেয়। (একথা শুনে) হযরত আবু হুরাইরা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি, মুসলমানদের শিশুরা জান্নাতে সাগরের

١٦٦٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ فَاِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ.

১৬৬৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে সে যেনো 'ইন্না লিল্লাহি ..... রাজিউন' পড়ে। কারণ এটাও একটা বিপদ।

١٦٩٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنَ كَنْزُ اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتّٰى يُلْقِمَهُ اَصَابِعَهُ ـ رواه احمد.

১৬৯৯। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের ধন-সম্পদ বিষধর সাপের রূপ পরিগ্রহ করবে। মালিক এর থেকে ভেগে থাকবে, আর সে মালিককে খুঁজতে থাকবে। পরিশেষে সে মালিককে পেয়ে যাবে এবং তার আঙুল গুলোকে লুকমা বানিয়ে মুখে পুরবে।–আহমাদ

٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরাত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়াত রয়েছে। যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্য তলব করা হবে তখনই তোমরা বের হয়ে পড়বে। (বুখারী, মুসলিম)

١٤٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِىْ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ- متفق عليه .

১৪৭। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো নামাযরত অবস্থায় ঘুম এলে সে যেন শুয়ে পড়ে, যাবত না তার ঘুম চলে যায়। কেননা তন্দ্রা অবস্থায় নামায পড়লে সে হয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিতে থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)

١٥٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ اَوْغَيْرِهِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- رواه مسلم .

১৫৫। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কোন যন্ত্রণা অথবা অন্য কোন কারণে ছুটে গেলে তিনি তার পরিবর্তে দিনে বার রাক'আত নামায পড়তেন (মুসলিম)।

١٦٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

১৬৯। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু প্রবর্তন করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী, মুসলিম)

٢٠٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ- متفق عليه .

২০৬। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিতে যুল্‌ম করল (জবরদখল করে নিল; কিয়ামাতের দিন) সাত তবক যমিন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে।

٢٢٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ. متفق عليه.

২২৯। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কাজ (ইবাদাত) করার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করতেন এই ভয়ে যে, লোকেরা (তাঁর দেখাদেখি) তা নিয়মিত করতে থাকলে হয়ত এটা তাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে।

٢٣٠- وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّيْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ- متفق عليه مَعْنَاهُ يَجْعَلُ فِيَّ قُوَّةَ مَنْ اَكَلَ وَشَرِبَ .

২৩০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে 'সাওমে বিসাল'[২৯] করতে নিষেধ করেছেন। তারা আবেদন করলেন, আপনি যে (সাওমে বিসাল) করেন? তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের মত নই। আমি রাত্রিযাপন করি আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার

٣١٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِيْ؟ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا- رواه البخارى .

৩১০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার দুই ঘর প্রতিবেশী রয়েছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দেব? তিনি বলেন ঃ তাদের উভয়ের মধ্যে যার ঘর তোমার বেশি নিকটে তাকে।

٣٢٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩২৩। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'রাহেম' (আত্মীয়তার সম্পর্ক) আরশের সাথে ঝুলানো রয়েছে। সে (দু'আর ছলে) বলে, যে আমাকে জুড়ে দেবে আল্লাহ তাকে জুড়ে দেবেন এবং যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তাকে ছিন্ন করবেন।

١٣٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ - متفق عليه

১৩৩। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী ও মুসলিম)।

١٣٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً - متفق عليه

১৩৯। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ করলেন (অর্থাৎ সফরে রোযা ভাংলেন), অন্যদেরকেও একাজ করার জন্য অনুমতি দিলেন। কিন্তু কতক লোক তা করলো না (অর্থাৎ রোযা ভাঙ্গলো না)। এ খবর শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন, হামদ-সানা পড়ার পর বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের হাল কি? তারা এমন কাজ হতে বিরত থাকছে যা আমি করছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে তাদের চেয়ে অধিক জানি ও তাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি। (তাই আমি যে কাজ করতে ইতস্তত করি না তারা তা করতে ভাববে কেনো) (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ - رواه ابو داؤد والترمذى وابن ماجة .

৬৬৪। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ গড়ে তোলার, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ও এতে সুগন্ধি ছড়াবার হুকুম দিয়েছেন (আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

٩٤٢- وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِاَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

৯৪২। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো নামাযে ওজু ভঙ্গ হয়ে গেলে সে যেনো তার নাক চেপে ধরে নামায ছেড়ে চলে আসে (আবু দাউদ)।

١٠٢٨-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

১০২৮। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ নামাযের সারির ডান দিকের লোকদের উপর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতারা রহমত বর্ষাতে থাকেন (আবু দাউদ)।

١٠٣٦- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

১০৩৬। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছু লোক সব সময়ই নামাযে প্রথম কাতার থেকে পেছনে থাকে, এমন কি আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে দোজখের দিকে পিছিয়ে দেন (আবু দাউদ)।

١١٢٥-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১২৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ার জন্য দাঁড়াতেন তখন তিনি তাঁর নামাযের শুরু করতেন দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত নামায দিয়ে (মুসলিম)।

١١٣٠-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَدَّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقُلَ كَانَ اَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছলে বার্ধক্যের কারণে তিনি ভারী হয়ে গেলেন। তখন তিনি অধিকাংশ সময়ে নফল নামাযগুলো বসে বসে পড়তেন (বুখারী-মুসলিম)।

١٢٦٣-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلُّ ذَالِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلٰوةَ وَاَتَمَّ - رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

১২৬৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব রকমই করেছেন। তিনি (সফর অবস্থায়) কসরও পড়েছেন, পুরা রাকাআতও পড়েছেন (শরহে সুন্নাহ)।

١٣٨٦-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَاتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعَ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৮৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কুরবানীর দিনে আদম সন্তানগণ এমন কোন কাজ করতে পারেনা যা আল্লাহ্র কাছে রক্ত প্রবাহিত করার (অর্থাৎ কুরবানী করা) চেয়ে বেশী প্রিয় হতে পারে। কুরবানীর সকল পশুর শিং, পশম, এদের ক্ষুরসহ কিয়ামাতের দিন (কুরবানীকারীর পাল্লায়) এসে হাজির হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাকর স্থানে পৌছে যায়। তাই তোমরা সানন্দে কুরবানী করবে (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)।

١٣٩٥-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِىْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَتْ عَائِشَةَ مَا رَكَعَتْ رُكُوْعًا قَطُّ وَلاَسَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطْوَلَ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্র সময়ে একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো। তখন তিনি একজন আহবানকারীকে, নামায প্রস্তুত মর্মে ঘোষণা দেবার জন্য পাঠালেন। (লোকজন একত্র হলে) তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে দুই দুই রাকাআত নামায পড়ালেন। এতে চারটি রুকু ও চারটি সাজদা করলেন। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, এই দিন যতো দীর্ঘ রুকু সাজদা আমি করেছি এতো দীর্ঘ রুকু সাজদা আর কোন দিন করিনি (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٩٦-وَعَنْهَا قَالَتْ جَهَرَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯৬। হযরত আয়েশা রাঃ আনহা হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে খুসুফে তাঁর কারাআত বড় করে পড়লেন (বুখারী-মুসলিম)।

١٤١٤-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًانَّافِعًا - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১৪১৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (আকাশে বৃষ্টি দেখতেন, বলতেন হে আল্লাহ্! তুমি পর্যাপ্ত ও কল্যানকর বৃষ্টি বর্ষণ করাও (বুখারী)।

١٤٤٤-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَكٰى مِنَّا اِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّايُغَادِرُ سَقَمًا - متفق عليه

১৪৪৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো অসুখ হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত রোগীর গায়ে বুলিয়ে দিয়ে বলতেন, হে মানুষের রব! এ ব্যক্তির রোগ দূর করে দাও। তাকে নিরাময় করে দাও।

١٤٤٥- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ اِذَا اشْتَكَى الْاِنْسَانُ الشَّىْءَ مِنْهُ اَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ اَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِاِصْبَعِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا - متفق عليه

১৪৪৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো মানুষ তার দেহের কোনো অংশে ব্যথা পেলে অথবা কোথাও ফোঁড়া বাঘী উঠলে বা আহত হলে আল্লাহর নবী এর উপর তাঁর আঙুল বুলাতে বুলাতে বলতেন, "আল্লাহর নামে আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো মুখের থুথুর সাথে মিশে আমাদের রোগীকে ভালো করবে, আমাদের মহান রবের নির্দেশে।—বুখারী, মুসলিম

١٤٤٦- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اشْتَكٰى نَفَثَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكٰى وَجَعَهُ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ كُنْتُ اَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِىْ كَانَ يَنْفُثُ وَاَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِىِّ ﷺ - متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ قَالَتْ كَانَ اِذَا مَرِضَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ - متفق عليه

১৪৪৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলে 'মুআব্বিযাত' অর্থাৎ সূরা নাস ও ফালাক পড়ে নিজের শরীরের উপর ফুঁ দিতেন এবং নিজের হাত দিয়ে শরীর মুছে ফেলতেন। তিনি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলে আমি মুআব্বিযাত পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁ দিতাম, যেসব মুআব্বিযাত পড়ে তিনি নিজে ফুঁ দিতেন। তবে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত দিয়েই তাঁর শরীর মুছে দিতাম।—বুখারী, মুসলিম

١٤٥٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَاَيْتُ اَحَداً اَلْوَجَعُ عَلَيْهِ اَشَدُّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

متفق عليه

১৪৫৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বেশী রোগযন্ত্রণা হয়েছে এমন কাউকে দেখিনি।

–বুখারী, মুসলিম

١٤٥٤ـ وَعَنْهَا قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِيْ فَلاَ اَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِاَحَدٍ اَبَداً بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ .

১৪৫৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুক ও চিবুকের মাঝে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর মৃত্যু কষ্টকে আমি খারাপ মনে করি না।–বুখারী

١٤٦١ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنَ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّهُ عَذَابُ يَّبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاَنَّ اللّٰهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ يَّقَعُ الطَّاعُوْنَ فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهِ صَابِراً مُّحْتَسِبًا يَّعْلَمُ اَنَّهُ لاَيُصِيْبُهُ اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيدٍ ـ رواه البخارى

১৪৬১। হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহামারীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি আমাকে বললেন, এটা এক রকম আযাব। আল্লাহ যার উপর চান এ আযাব পাঠান। কিন্তু মু'মিনদের জন্য তা করেছেন রহমত হিসেবে। তোমাদের যে কোনো লোক মহামারী কবলিত এলাকায় সওয়াবের আশায় সবরের সাথে অবস্থান করে এবং আস্থা রাখে যে, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাছাড়া তার আর কিছু হবে না। তার জন্য রয়েছে একজন শহীদের সওয়াব।–বুখারী

١٤٧٧ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَغْبِطُ اَحَداً بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِيْ رَاَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ـ رواه الترمذى والنسائى

১৪৭৭। হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের মৃত্যু কষ্ট দেখার পর আর কারো সহজভাবে মৃত্যু হতে দেখলে ঈর্ষা করি না।

–তিরমিযী ও নাসাঈ

١٤٧٨ـ وَعَنْهَا قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَّهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ اَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ ـ رواه الترمذى وابن ماجة

১৪৭৮। হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি তাঁর মৃত্যুবরণ করার সময় দেখেছি। তাঁর কাছে একটি পানিভরা বাটি ছিলো। এ বাটিতে তিনি বারবার হাত ডুবাতেন। তারপর হাত দিয়ে নিজের চেহারা মুছতেন ও বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণায় সাহায্য করো।"
–তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

١٤٩٤ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَثُرَتْ ذُنُوْبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللّٰهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ ـ رواه احمد

১৪৯৪। হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাহর গুনাহ যখন বেশী হয়ে যায়, এসব গুনাহর কাফ্ ফারার মতো কোনো নেক আমল তার না থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদে ফেলে চিন্তাগ্রস্ত করেন। যাতে এ চিন্তাগ্রস্ততা তার গুনাহর কাফ্ফারা করে দিতে পারে।–আহমাদ

١٥٣٥ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَّهُوَ يَبْكِيْ حَتّٰى سَالَ دُمُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى وَجْهِ عُثْمَانَ ـ رواه الترمذى وابوداؤد وابن ماجة.

১৫৩৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান ইবনে মাযউনের মৃত্যুর পর তাঁকে চুমু দিয়েছেন। এরপর অঝোরে কেঁদেছেন, এমন কি তাঁর চোখের পানি হযরত ওসমানের চেহারায় টপকে পড়েছে।–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্

١٥٣٦ـ وَعَنْهَا قَالَتْ اِنَّ اَبَابَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ ـ

رواه الترمذى وابن ماجة

১৫৩৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁকে (চেহারা মুবারকে) চুমু খেয়েছিলেন।–তিরমিযী, ইবনে মাযাহ

١٥٤٧ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَّمَانِيَّةٍ، بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَعِمَامَةٌ.

متفق عليه.

১৫৪৭। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে। যা সাদা ইয়েমেনী ও সুহুলে উৎপাদিত রুই ছিলো। এতে কোনো সিলাই করা কূর্তা ছিলো না, পাগড়ীও ছিলো না।–বুখারী, মুসলিম

١٥٧٢ـ وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ. ـ رواه مسلم

১৫৭২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির নামাযে জানাযায় একশতজন মুসলমানের দল হাযির থাকবে, এদের প্রত্যেকেই তার জন্য শাফাআত (মাগফিরাত কামান) করবে। তাহলে তার জন্য তাদের এ শাফাআত (কবুল হয়ে যাবে।–মুসলিম

١٥٧٥ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا ـ رواه البخارى.

১৫৭৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালি দিও না। কেননা তারা নিশ্চিতভাবে তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে।–বুখারী

١٦٢٢ـوَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.. رواه مالك وابوداؤد وابن ماجة.

১৬২২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙা, জীবিতকালে তার হাড় ভাঙবার মতোই।–মালিক আবু দাউদ ইবনে মাজাহ

١٦٧٤ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَّاتُوْعَدُوْنَ غَدًا مُّوَجَّلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ ـ رواه مسلم

১৬৭৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসতেন, শেষ রাতে তিনি উঠে বাকী'তে (মদীনার কবরস্থানে) চলে যেতেন। (ওখানে গিয়ে) তিনি বলতেন, "আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিল মু'মিনীন। ওয়া আতাকুম মা তাআদূনা গাদানী মুআজ্জালূনা। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বেকুম লাহেকুন। আল্লাহুম্মাগফির লি আহলে বাকীয়িল গারকাদে।" অর্থাৎ হে মু'মিনের দল তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদেরকে কালকের (কিয়ামতের) যে ওয়াদা (সওয়াব অথবা শাস্তি) করা হয়েছিলো তা কি তোমরা পেয়ে গেছো ? তোমাদেরকে (একটি সুনির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত) সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। আর নিশ্চয়ই আমরাও যদি আল্লাহ চান, তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবোই। হে আল্লাহ! বাকী'য়ে গারকাদ বাসীদেরকে তুমি মাফ করে দাও।—মুসলিম

١٦٧٥ـ وَعَنْهَا قَالَتْ كَيْفَ اَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَعْنِىْ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ قَالَ قُوْلِىْ اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ ـ

رواه مسلم

১৬৭৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (রাসূলুল্লাহর কাছে আরয করলাম) হে আল্লাহর রাসূল! কবর যিয়ারতের সময় আমি কি বলবো ? তিনি বললেন, তুমি বলবে, আসসালামু আলা আহলিদ দিয়ারে মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা। ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতাখিরীনা। ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহেকুন। অর্থাৎ সালাম বর্ষিত হোক মু'মিন মুসলমানের বাসস্থানের অধিবাসীদের প্রতি। রহম করুন আল্লাহ, আমাদের যারা প্রথমে চলে গেছে আর যারা পরে

١٦٧٩ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَدْخُلُ بَيْتِىَ الَّذِىْ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا وَاضِعٌ ثَوْبِىْ وَاَقُوْلُ اِنَّمَا هُوَ زَوْجِىْ وَاَبِىْ فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللّٰهِ مَادَخَلْتُهُ اِلَّا وَاَنَا مَشْدُوْدَةٌ عَلَىَّ ثِيَابِىْ حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ ـ رواه احمد

১৬৭৯। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন আমার ওই ঘরে প্রবেশ করতাম যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আছেন। আমি আমার শরীর হতে চাদর খুলে রাখতাম। আমি মনে মনে বলতাম, তিনি তো আমার স্বামী, আর অপরজনও আমার পিতা (আর দুজনই আমার পরিচিত কাজেই হিজাবের কি প্রয়োজন ?) কিন্তু যখন ওমরকে এখানে তাঁদের সাথে দাফন করা হলো, আল্লাহর কসম, তখন থেকে আমি যখনই ওই ঘরে প্রবেশ করেছি, ওমরের কারণে লজ্জা করে আমার শরীরে চাদর পেচিয়ে রেখেছি।—আহমাদ

١٧١٤ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ اِلٰى يَهُوْدَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِيْنَ يَطِيْبُ قَبْلَ اَنْ يُّؤْكَلَ مِنْهُ ـ رواه ابوداؤد.

১৭১৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে (খায়বারের) ইহুদীদের কাছে পাঠাতেন। তিনি সেখানে গিয়ে খেজুরের পরিমাণ অনুমান করতেন। তখন এর মধ্যে মিষ্টির জন্ম হতো, কিন্তু খাবার উপযুক্ত হতো না।–আবু দাউদ

١٧٣٤ـ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَ يُثِيْبُ عَلَيْهَا ـ
رواه البخارى.

১৭৩৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া কবুল করতেন এবং বিনিময়ে তিনি তাকেও (হাদিয়া) দিতেন।–বুখারী

١٨٠٣ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلَاثَ مِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ شَوْكَةً اَوْ عَظْمًا اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلَاثِ مِائَةٍ فَاِنَّهُ يَمْشِىْ يَوْمَئِذٍ وَّقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ ـ رواه مسلم

১৮০৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী আদমের প্রতিটি মানুষকে তিনশ ষাটটি জোড়া দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বলবে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে এবং মানুষের পথের কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলবে, ভালো কাজের হুকুম করবে, খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে, আর এসব কাজ তিনশত ষাটটি জোড়ার সংখ্যা অনুসারে করবে, তাহলে সে ব্যক্তি সেদিন তার নিজকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে রেখে চলতে থাকলো।–মুসলিম

١٨٤٠ـوَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ـ رواه البخارى

১৮৪০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার দুজন প্রতিবেশী আছে। এ দুজনের কাকে আমি হাদিয়া দেবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ দুজনের যার ঘরের দরজা তোমার বেশী কাছে।–বুখারী

١٨٥١۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَايَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ۔ متفق عليه

১৮৫১। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন স্ত্রী তার ঘরের কোনো খাবার দাবার সাদকা বা খরচ করে এবং তা যদি বাহুল্য না হয় তাহলে তার এ সাদকা করার জন্য সে সওয়াব পাবে। আর তার স্বামীও তা কামাই করে আনার জন্য সওয়াব পাবে। রক্ষণাবেক্ষণ কারীরও ঠিক সম পরিমাণ সওয়াব, কারো সওয়াব কারো সওয়াবকে কিছুমাত্র কমিয়ে দেবে না।

–বুখারী, মুসলিম

١٨٨٣۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَالاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهٖ ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ ۔ رواه ابو داؤد

১৮৮৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে যেরূপ সতর্ক অবস্থায় কাটাতেন অন্য মাসে এতো সতর্কতা অবলম্বন করতেন না। তারপর তিনি রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতেন। (শাবানের উনত্রিশ তারিখে) আকাশ মেঘলা থাকলে (চাঁদ দেখার প্রমাণ না পেলে) তিনি ত্রিশ দিন পুরা করার পর রোযা রাখা শুরু করতেন।–আবু দাউদ

١٩٠٣۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لِاِرْبِهٖ ۔ متفق عليه

১৯০৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখে (নিজের স্ত্রীদেরকে) চুমু খেতেন এবং (তাদের) নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে ধরতেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে প্রয়োজনে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ ছিলেন।–বুখারী, মুসলিম

١٩٠٨۔ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمَصُّ لِسَانَهَا ۔

رواه ابو داؤد

১৯০৮। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রোযা অবস্থায় চুমু খেতেন। তাঁর মুখ তার ঠোঁট স্পর্শ করতো।–আবু দাউদ

١٩٢٢۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو نِ الْاَسْلَمِىَّ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ ۔ متفق عليه

১৯২২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইবনে আমর আসলামী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি কি সফরের সময় রোযা রাখবো ? হামযা খুব বেশী রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। চাও তো রাখো, না চাও তো না রাখো।–বুখারী, মুসলিম

١٩٣٢۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِىَ اِلاَّ فِىْ شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ تَعْنِى الشُّغْلَ مِنَ النَّبِىِّ اَوْ بِالنَّبِىِّ ﷺ ۔
متفق عليه

১৯৩২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসের রোযার কাযা আমি শুধু শাবান মাসেই করতে পারি। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ব্যস্ত থাকায় অথবা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতের ব্যস্ততা হযরত আয়েশাকে (শাবান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে) কাযা রোযা রাখার সুযোগ দিতো না।–বুখারী, মুসলিম

١٩٣٥۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهٗ
۔ متفق عليه

১৯৩৫। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অথচ তার উপর রোযা (কাযা করার দায়িত্ব) ছিলো, এ অবস্থায় তার ওয়ারিসগণ রোযা কাযা (এর এ দায়িত্ব পালন) করে দেবে।–বুখারী, মুসলিম

٦٣ - عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالاً هِىَ اَدَقُّ فِىْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَقَالَ الْمُوْبِقَاتُ الْمُهْلِكَاتُ .

৬৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা (বর্তমানে) এমন অনেক কাজ করে থাক যেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও বেশি হালকা। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক (কাজ) গণ্য করতাম। (বুখারী)

٨٣- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ يَعْنِىْ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهُ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ التِرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ- زَادَ اَبُوْ دَاوُدَ فَيَقُوْلُ يَعْنِى الشَّيْطَانَ لِشَيْطَانٍ اٰخَرَ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ؟

৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে ঃ "আল্লাহ্‌র নামে বের হলাম এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ছাড়া কারও কাছ থেকে কোন কৌশল এবং কোন শক্তি পাওয়া যায় না।" (এরূপ দু'আ করলে) তাকে বলা হয়, তোমাকে হিদায়াত দেয়া হয়েছে, তোমাকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তোমাকে হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়।

٩٦- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً- رواه البخارى .

৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ বলেন ঃ বান্দা আধ হাত আমার দিকে এগিয়ে এলে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই।[১৮] (বুখারী)

١٠٤- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ- متفق عليه .

১০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে ঃ তার পরিবার, তার মাল এবং তার আমল। তারপর দু'টি ফিরে আসে, আর একটি থেকে যায়। ফিরে আসে তার পরিবার ও মাল, আর থেকে যায় তার আমল। (বুখারী, মুসলিম)

١١٥- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْىَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُوُفِّىَ اَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْىُ. متفق عليه.

১১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাঁর ইন্তিকালের কাছাকাছি সময় থেকে তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত একাধারে পূর্বের চেয়ে বেশি ওহী নাযিল করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

١٤٠- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَاْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا- رواه مسلم وَالْاَكْلَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَهِىَ الْغَدْوَةُ اَوِ الْعَشْوَةُ .

১৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই তাঁর বান্দার প্রতি এজন্য সন্তুষ্ট হন যে, সে কোন কিছু খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা কোন কিছু পান করে তাঁর প্রশংসা করে। (মুসলিম)

١٨٣- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ- متفق عليه .

১৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউই পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ না করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

٢٣٦- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ- متفق عليه .

২৩৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

٢٣٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهُ اِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ اَنْصُرُهُ؟ قَالَ تَحْجُزُهُ اَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَاِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ- رواه البخارى .

২৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই যালিম হোক অথবা মাযলুম। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে যদি মাযলুম হয়, আমি তাকে সাহায্য করব। যদি সে যালিম হয় তবে আমি তাকে কিভাবে সাহায্য করবো? তিনি বলেন ঃ তাকে যুল্‌ম করা থেকে বিরত রাখ, বাধা দাও। এটাই তাকে সাহায্য করা।

٢٦٧- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَجَارِيَتَيْنِ اَىْ بِنْتَيْنِ.

২৬৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, সে কিয়ামাতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এরকম একত্রিত থাকব। তিনি তাঁর আঙুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।

٣١٩- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَعْنٰى يُنْسَأَ لَهُ فِىْ اَثَرِهِ اَىْ يُؤَخَّرَ لَهُ فِىْ اَجَلِهِ وَعُمْرِهِ .

৩১৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রিযক প্রশস্ত হওয়া এবং নিজের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাওয়া পছন্দ করে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।

٣٦٠- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى اُمِّ اَيْمَنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُهَا فَلَمَّا انْتَهَيَا اِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالاَ لَهَا مَا يُبْكِيْكِ اَمَا تَعْلَمِيْنَ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ اِنِّىْ لاَ اَبْكِىْ اَنِّىْ لاَ اَعْلَمُ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ اَبْكِىْ اَنَّ الْوَحْىَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا- رواه مسلم.

৩৬০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আবু বাক্‌র (রা) উমার (রা)-কে বলেন, আমাদের সাথে উম্মু আইমানের কাছে চলুন।[৫০] রাসূলুল্লাহ (সা) যেমন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন, আমরাও তেমন তাঁর সাথে সাক্ষাত করব। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট পৌঁছতেই তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা তাঁকে বলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অফুরন্ত কল্যাণ রয়েছে? তিনি বলেন, আমি এজন্য কাঁদছি না যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কি মওজুদ রয়েছে তা আমি জ্ঞাত নই, বরং আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান থেকে আর কখনও ওহী অবতীর্ণ হবে না। তাঁর এ কথায় তাঁরা উভয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সাথে তাঁরাও কাঁদতে লাগলেন।

٣٦٩- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَعْدَدْتَّ لَهَا ؟ قَالَ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا مَا اَعْدَدْتُّ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَوْمٍ وَّلاَ صَلاَةٍ وَّلاَ صَدَقَةٍ وَّلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৩৬৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামাত কবে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এজন্য তুমি কি সামগ্রী সংগ্রহ করেছ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। তিনি বলেন ঃ তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই থাকবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মূল পাঠ মুসলিমের। তাদের উভয়ের অপর বর্ণনায় আছে ঃ সে বলল, রোযা, নামায, সাদাকা ইত্যাদিসহ খুব বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি।

٣٧٥- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩৭৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসে, যে কোন ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহ তাকে কুফরের যে অন্ধকার থেকে বের করেছেন, সেই কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এরূপ অপছন্দ করে, যেরূপ অপছন্দ করে আগুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে।

٧٦٧ - وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - رواه مسلم

৭৬৭। হযরত আনাস (রা) হাতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) নামায আলহামদু লিল্লাহ দিয়ে শুরু করতেন (মুসলিম)।

٨٢٨ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ - متفق عليه .

৮২৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সিজদা ঠিকমতো করবে। তোমাদের কেউ যেন সিজদায় কুকুরের মতো জমিনে হাত বিছিয়ে না দেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

٨٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِىَ السَّلَامَ - رواه النسائى والدارمى

৮৬৩। হযরত আনাস (রা) থেকে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কিছু ফেরেশতা আছেন যারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান। তারা আমার উম্মাতের সালাম আমার কাছে পৌঁছান (নাসায়ী ও দারেমী)।

١٠٢٥ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذَفُ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

১০২৫। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নামাযে) তোমাদের কাতারগুলো মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং কাতারগুলোও কাছাকাছি (প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে) বাঁধবে। নিজেদের ঘাড় সোজা রাখবে। শপথ ওই জাতে পাকের যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি শয়তানকে বকরীর বাচ্চার মতো তোমাদের (নামাযের) কাতারের ফাঁকে ঢুকতে দেখি (আবু দাউদ)।

١٠٣٠-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَنْ يَّمِيْنِهِ اعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَعَنْ يَّسَارِهِ اعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

১০৩০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামায শুরু করার আগে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাঁর ডান দিকে ফিরে বলতেন, 'সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সমান করো'। অরপর তাঁর বাম দিকে ফিরেও বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সমান করো (আবু দাউদ)।

١٠٤٠-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا -رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৪০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও ইয়াতিম আমাদের ঘরে রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে নামায পড়ছিলাম। আর উম্মে সুলাইম ছিলেন আমাদের পেছনে (মুসলিম)।

١٠٤١-وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهٖ وَبِاُمِّهٖ اَوْخَالَتِهٖ قَالَ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَاَقَامَ الْمَرْاَةَ خَلْفَنَا -رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৪১। হযরত আনাস রাঃ হতেই বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে, তার মা ও খালা সহ নামায পড়লেন। তিনি বলেন আমাকে তিনি তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। আর মহিলাদেরকে দাঁড় করালেন আমাদের পেছনে

١٠٦١-عن اَنَسٍ قَالَ مَاصَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامٍ قَطُّ اَخَفَّ صَلَاةً وَلَااَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنْ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَيُخَفِّفُ مُخَافَةَ اَنْ تُفْتَنَ اُمُّهٗ -مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৬১। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা আর কোন ইমামের পেছনে এতো হালকা ও পরিপূর্ণ নামায পড়িনি। তিনি যদি (নামাযের সময়) কোন বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতেন, মা চিন্তিত হয়ে পড়বে ভেবে নামায সংক্ষেপ করে ফেলতেন (বুখারী- মুসলিম)।

١٠٦٩- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهٗ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى اِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُوْنِى بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْاِنْصِرَافِ فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِنْ اَمَامِىْ وَمِنْ خَلْفِىْ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৬৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ আমাদের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন এবং বললেন। হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। তাই তোমরা রুকু, সিজদা করার সময় দাঁড়াবার সময় সালাম ফিরাবার সময় আমার আগে যাবেনা আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমার সম্মুখে দিয়ে পেছনে দিক দিয়ে দেখে থাকি (মুসলীম)।

١٠٧٦-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَاَتَانِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

১০৭৬। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাক্‌বীর তাহরীমাসহ আল্লাহ্‌র জন্য জামায়াতে নামায পড়ে তার জন্য দুই ধরনের নাজাত লিখা হয়ে যায়। এক হলো জাহান্নাম থেকে নাজাত। আর দ্বিতীয় হলো মুনাফেকী থেকে নাজাত (তিরমিজী)।

١٤٥٩-وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ كُلِّ مُسْلِمٍ - متفق عليه

১৪৫৯। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাউনের মৃত্যু মুসলমানদের জন্য শাহাদাতের মর্যাদা।-বুখারী, মুসলিম

١٤٦٣ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ ـ رواه البخارى

১৪৬৩। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি যখন আমার কোনো বান্দাকে তার প্রিয় দুটি জিনিস দিয়ে বিপদগ্রস্ত করি, আর সে এর উপর ধৈর্যধারণ করে। আমি তাকে এ দুটি প্রিয় জিনিসের বিনিময়ে জান্নাত দান করবো। প্রিয় দুটো জিনিস বলতে আল্লাহর রাসূল দুটো চোখ বুঝিয়েছেন।–বুখারী

١٤٦٦ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّا فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ وَعَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا يُوْعَدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سِتِّيْنَ خَرِيْفًا ـ رواه ابو داؤد

১৪৬৬। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে ভালো করে অযু করে তার কোনো অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, তাকে জাহান্নাম থেকে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে।–আবু দাউদ

١٤٨٠ـ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عُظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عُظْمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَاءُ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ ـ رواه الترمذى وابن ماجة

১৪৮০। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বড় বিপদাপদের পরিণাম বড় পুরস্কার। আল্লাহ তাআলা কোনো জাতিকে ভালোবাসলে তাদেরকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। তাই যারা এতে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে জাতি এতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।–তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

١٤٨٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَّهُوْدِيٌّ يَّخْدِمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهٗ فَقَعَدَ عِنْدَ رَاْسِهٖ فَقَالَ لَهٗ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهٗ فَقَالَ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَذَهٗ مِنَ النَّارِ - رواه البخارى

১৪৮৮। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী যুবক আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমত করতেন। তাঁর মৃত্যুশয্যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার পাশে বসে বললেন, হে অমুক! তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। যুবকটি তার পাশে থাকা পিতার দিকে তাকালো। পিতা তাকে বললো, আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও। যুবকটি ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে বের হয়ে এসে বললেন, আল্লাহর শোকর। তিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।–বুখারী

١٤٩٩- وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا اُخْرِجُ اَحَدًا مِّنَ الدُّنْيَا اُرِيْدُ اَغْفِرَلَهٗ حَتّٰى اَسْتَوْفِيَ كُلَّ خَطِيْئَةٍ فِيْ عُنُقِهٖ بِسُقْمٍ فِيْ بَدَنِهٖ وَاِقْتَارٍ فِيْ رِزْقِهٖ - رواه رزين

১৪৯৯। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার মহান প্রতিপালক বলেন, আমার ইয্যত ও প্রতাপের শপথ, আমি দুনিয়া হতে কাউকে বের করে আনবো না যাকে আমি মাফ করে দেবার ইচ্ছা পোষণ করি। যতক্ষণ তার ঘাড়ে থাকা প্রত্যেকটি গুনাহকে তার দেহের কোনো রোগ অথবা রিযিকের সংকীর্ণতা দিয়ে বিনিময় করে না দেই।–রাযীন

١٥٠١- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَايَعُوْدُ مَرِيْضًا اِلَّا بَعْدَ ثَلْثٍ - واه ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان -

১৫০১। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো রোগীকে তিন দিন আগে দেখতে যেতেন না।

–ইবনে মাজাহ, আর বায়হাকী শোআবুল ঈমানে।

١٥٠٤ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِيَادَةُ فُوَاقُ نَاقَةٍ وَفِيْ رِوَايَةِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلاً اَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ ـ رواه البيهقى فى شعب الايمان

১৫০৪। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোগী দেখা কিছু সময়। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনা অনুযায়ী, রোগীকে দেখার উত্তম নিয়ম হলো তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়া।–বায়হাকী শোআবুল ঈমান

١٥١٣ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ ـ متفق عليه.

১৫১৩। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো তার কোন দুঃখ কষ্টের কারণে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। যদি এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা করতেই হয় তাহলে যেনো সে বলে, "আল্লাহুম্মা আহয়িনী মায়াকানাতিল হায়াতু খাইরান লি ওয তাওয়াফ্ফানি ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খাইরাল লি।" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জীবন আমার জন্য যতক্ষণ কল্যাণকর হয়, আমাকে বাঁচিয়ে রেখো। আর আমাকে মৃত্যুদান করো যদি মৃত্যুই আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়।–বুখারী, মুসলিম

١٦٢٣ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُدْفَنُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فقال هَلْ فِيْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ لَّمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلْ فِيْ قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِى قَبْرِهَا ـ

رواه البخارى.

১৬২৩। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর কন্যা (হযরত উম্মে কুলসুমের) দাফনের সময় উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে বসেছিলেন, আমি দেখলাম, তাঁর দুচোখ বেয়ে পানি পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সঃ (সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে) বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ এমন আছে, যে গত রাতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়নি ? হযরত আবু তালহা রাঃ বললেন, হ্যাঁ আমি। তিনি বললেন, (মাইয়্যেতকে কবরে রাখার জন্য) তুমিই কবরে নামো। তখন তিনি কবরে নামলেন।–বুখারী

١٧٠٩ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُعْتَدِىْ فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

رواه ابوداؤد والترمذى.

১৭০৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (নেসাবের পরিমাণ থেকে) বেশী যাকাত গ্রহণকারী যাকাত অস্বীকারকারীর মতোই (অর্থাৎ যেভাবে যাকাত না দেয়া গুনাহ্। তেমনি যাকাত পরিমাণের চেয়ে বেশী উসূল করাও গুনাহ)।–আবু দাউদ, তিরমিযী

٢٧٢٩ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَاَ كَلْتُهَا ـ متفق عليه.

১৭২৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ একদিন পথে পড়ে থাকা একটি খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ খেজুর যাকাত বা সাদকার হবার সন্দেহ না হলে আমি তা উঠিয়ে খেয়ে ফেলতাম।–বুখারী, মুসলিম

١٨٠٦ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَتْ لَه صَدَقَةٌ ـ متفق عليه، وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

১৮০৬। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান যে গাছ লাগায় অথবা ফসল ফলায় অতপর কোন মানুষ অথবা পশু পাখী (মালিকের বিনানুমতিতে) এর থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে (এ ক্ষতি) মালিকের জন্য সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে।–বুখারী। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যা চুরি হয়ে যায় তাও তার জন্য সাদকা।

١٨١٤ـ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ. رواه الترمذى.

১৮১৪। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্য অবশ্য সদকা আল্লাহ তাআলার রাগকে ঠাণ্ডা করে, আর খারাপ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।–তিরমিযি

١٨٨٥۔ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً ۔

متفق علیه

১৮৮৫। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা 'সাহরী' খাবে। সাহরী খাওয়াতে বরকত আছে।
–বুখারী, মুসলিম

١٨٩٤۔ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّىَ عَلٰى رُطَبَاتٍ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ ۔ رواه الترمذى وابو داؤد وَقَالَ الترمذى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ۔

১৮৯৪। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) নামাযের আগে কিছু তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না পেতেন, শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি শুকনা খেজুরও না পেতেন, কয়েক চুমুক পানি পান করে নিতেন।–তিরমিযী, আবু দাউদ। আর তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।